গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
ধুনট, বগুড়া
dhunot.bogra.gov.bd

স্মারক সংখ্যা-০৫.৫০.১০২৭.০০০.১৩.০০৩.২৪. ৪৫

তারিখ: ০২ মাঘ ১৪৩০ / ১৬ জানুয়ারি ২০২৪

সরকারি জলমহাল ইজারার অনলাইনে দরপত্র/আবেদন পত্র আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি :

এতদ্বারা প্রকৃত নিবন্ধনকৃত মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত-১ শাখার ০২ নভেম্বর ২০২৩ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২০.০৯(অংশ-২).৬৬২ নং স্মারক পত্র মোতাবেক সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ (সংশোধিত ২০১২)অনুযায়ী ধুনট উপজেলার সরকারি জলমহাল (২০ একর পর্যন্ত) শর্তসাপেক্ষে বাংলা ১৪৩১ হতে ১৪৩৩ সন পর্যন্ত ০৩(তিন) বছর মেয়াদে অস্থায়ীভাবে ইজারা প্রদানের লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। jm.lams.gov.bd ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে আগামী ২৩ জানুয়ারি হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ খ্রি. তারিখ (বাংলা ০৯ মাঘ হতে ০৩ ফাল্গুন, ১৪৩০)এর মধ্যে জলমহাল ইজারার জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত শর্তাবলি, অন্যান্য তথ্যাদি ও জলমহালসমূহের তালিকা নিম্নস্বাক্ষরকারী কার্যালয় এবং উপজেলা ভূমি অফিস, ধুনট, বগুড়া এর কার্যালয় হতে জানা যাবে।

১৪৩১ হতে ১৪৩৩ সাল পর্যন্ত ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা:

ক্রঃ নং	জলমহালের নাম	ইউনিয়ন	মৌজা	দাগ নং	পরিমাণ (একর)	সরকারি দর (৫% বর্ধিত দরসহ)
০১	টেপাগাড়িদহ	মথুরাপুর	খাদুলী	৯৮৩,৬৩৮	১৬.১৯ একর	১৩,২৩০/-
০২	কলাতলাদহ	মথুরাপুর	কাশিয়াহাটা	৭৩২,৫২৭, ৩২৪	৮.১২ একর	২৩,১০০/-
০৩	মাটিয়ালদহ	মথুরাপুর	অলোয়া, ধেরুয়াহাটি	৫৬৭/৬৮৩ ১৩৫৪/১৭৭৭ ৩৮/২৪৯	২.৭৫ একর	৫৯৯৮১/-
০৪	ময়েলজানি	মথুরাপুর	অলোয়া, পিন্ডারহাটি	১৪৩৯ ১১৩৭	১৪.০১ একর	১,০৮,১৫০/-
০৫	তপুমল্লিকাদহ	মথুরাপুর	খাদুলী	১২৮০	১.৬০ একর	৩৪,৭২৮/-
০৬	বিবিরদহ	মথুরাপুর	অলোয়া	৮৫৮/৮৯৩	১.১২ একর	৩৫,২৮০/-
০৭	বলারবাড়ী	গোপালনগর	গোপালনগর	৩৯৪	৬.৩৬ একর	২,২০৫/-
০৮	পঞ্চবাড়ী	গোপালনগর	বানিয়াগাতী	২৩২৪	১.৫৬ একর	১৩,৯১২/-
০৯	ভিটারদহ	গোপালনগর	চকমেহেদী	৭৭৭/১৩৩৬	৪.৮৭ একর	৩৮,৫৮৮/-
১০	চড়কাদহ	গোপালনগর	গোপালনগর	৫০১৬	১.৫১ একর	৪২,০০০/-
১১	শাকদহ	চৌকিবাড়ী	শাকদহ	৪৪৬	৮.৫৬ একর	১,৩৫,৪৫০/-
১২	রুদ্রবাড়িয়া	চৌকিবাড়ী	রুদ্রবাড়িয়া	৮৭৯, ১৫৬৯	১৭.২৪ একর	১,৩১,২৫০/-
১৩	টেপাদহ	চৌকিবাড়ী	রুদ্রবাড়িয়া	৭৪৪/৮২৬	১.৮১ একর	৮,৪০০/-

১৪	এলাঙ্গী হাটপুকুর	এলাঙ্গী	এলাঙ্গী	২৯৫২	১.০৫ একর	৩৭,৮০০/-
১৫	নাংলু আইউরদিঘী	নিমগাছী	নাংলু	৭৮০	১.৮১ একর	৪০,৫৩০/-

(বিঃদ্রঃ মহামান্য আদালত কর্তৃক কোন দাগ নিয়ে নিষেধাজ্ঞা থাকলে উক্ত দাগটি ইজারা বিজ্ঞপ্তির তালিকা হতে বাদ যাবে এছাড়া কোন জলমহাল নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে কোন মামলা হলে আদালতের আদেশ অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।)

২০ একর পর্যন্ত বদ্ধ জলমহাল ব্যবস্থাপনার সিডিউলের আবেদন পত্র অনলাইনে পূরণ এবং জমা প্রদানের সময়সূচি:

ক্র: নং	তারিখ	গৃহীত কার্যক্রম
০১	০৯ মাঘ হতে ০৩ ফাল্গুনের মধ্যে (২৩ জানুয়ারি হতে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)	অনলাইনে আবেদন দাখিল।
০২	০৩ ফাল্গুনের পরবর্তী ৩(তিন) কার্য দিবসের মধ্যে (১৮ ফেব্রুয়ারি হতে ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)	অনলাইনে দাখিলকৃত আবেদনের প্রিন্টেড কপি ও জামানতের মূল কপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে।
০৩	১৬ ফাল্গুনের মধ্যে (২১ ফেব্রুয়ারি হতে ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)	অনলাইনে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ এবং দাখিলকৃত প্রিন্টেড কপি যাচাই-বাছাই
০৪	২৬ ফাল্গুনের মধ্যে (০১ মার্চ হতে ১০ মার্চ, ২০২৪)	উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন ও অনুমোদন
০৫	১০ চৈত্রের মধ্যে (১১ মার্চ হতে ২৪ মার্চ, ২০২৪)	ইজারা অনুমোদনের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এবং জেলা প্রশাসক কর্তৃক অনুমোদন
০৬	১৭ চৈত্রের মধ্যে (২৫ মার্চ হতে ৩১ মার্চ, ২০২৪)	উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারাদেশ প্রদান ও ইজারা গ্রহীতাকে অবহিতকরণ।
০৭	২৩ চৈত্রের মধ্যে (০১ এপ্রিল হতে ০৬ এপ্রিল, ২০২৪)	ইজারা গ্রহীতা কর্তৃক নির্ধারিত কোডে সাকুল্যে ইজারা মূল্য ও অন্যান্য সরকারি করাদি জমা প্রদান এবং ইজারা গ্রহীতার সাথে চুক্তি সম্পাদন।
০৮	০১ বৈশাখ (১৪ এপ্রিল, ২০২৪)	ইজারা গ্রহীতাকে জলমহালের দখল বুঝিয়ে দেয়া।

শর্তাবলী:

১। জলমহালের তীরবর্তী বা নিকটবর্তী নিবন্ধিত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সমিতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। কোন মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি একই বছরে দুটির বেশি জলমহাল ইজারা নিতে পারবে না।

২। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সদস্যদের উপজেলা মৎস্য অফিসের FIN নাম্বার থাকতে হবে।

৩। সমবায় অধিদপ্তর/সমাজসেবা অধিদপ্তর (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক নিবন্ধনকৃত প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সমিতি/সংগঠন কেবল আবেদন করতে পারবে।

৪। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি ও মৎস্যজীবী সমিতিতে যদি এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নন তাহলে উক্ত সমিতি জলমহাল ইজারা গ্রহণের অযোগ্য বিবেচিত হবে। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কার্যকর থাকার প্রমাণস্বরূপ উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদন পত্রের সাথে দাখিলসহ বিগত ০২(দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে। তবে নতুন সংগঠন/সমিতির জন্য অডিট রিপোর্ট প্রযোজ্য হবেনা।

৫। আবেদনকারী সমিতিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ধুনট, বগুড়া এর অনুকূলে সরকারি উদ্ধৃত মূল্যের ২০% ও আবেদন ফি বাবদ ৫০০/-(পাঁচশত) টাকার অফেরতযোগ্য সোনালী/অগ্রণী ব্যাংক হতে ডিডি/পে-অর্ডার (মূলকপি) আবেদন পত্রের সাথে দাখিল করতে হবে। উক্ত জামানতের অর্থ ইজারা মেয়াদ শেষ হওয়ার বছরের ইজারা মূল্যের সাথে সমন্বয় করা হবে। ইজারা প্রাপ্ত হয়নি এমন সমিতির ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার ফেরত প্রদান করা হবে।

৬। আবেদনপত্র অনুমোদন হওয়ার পর অনুমোদিত জলমহালের ইজারা গ্রহীতাদের অবহিত করা হবে ও ইজারা প্রাপ্ত সমিতির তালিকা এ অফিসের নোটিশ বোর্ডে টানানো হবে। ইজারা প্রাপ্ত সমিতিকে প্রথম বছরের ইজারা মূল্যের অর্থ সরকারের জলমহাল ও পুকুর ইজারার জমার খাত ১/৪৬৩১/০০০০/১২৬১ নং কোডে এবং মোট ইজারা মূল্যের উপর ১০% আয়কর ১/১১৪১/০১৪০/০১১১ নং

কোডে এবং ১৫% ভ্যাট ১/১১৩৩/০০২০/০৩১১ নং কোডে জমা দিয়ে চালানের মূলকপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভ্যাট, আয়করসহ ইজারামূল্য পরিশোধে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল করে পুনরায় ইজারা প্রদান করা হবে।

৭। ইজারা অর্থ আদায়ের পর ইজারা গ্রহীতাকে নিজ উদ্যোগে নির্ধারিত ফরমে ৩০০/-(তিনশত) টাকার নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তিপত্র সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় জলমহালের দখল হস্তান্তর করা হবে না।

৮। ইজারা মেয়াদের ২য় বছরের বা তৎপরবর্তী বছরের ইজারামূল্য বছর শুরু হওয়ার পূর্বে অর্থাৎ পূর্ববর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে।

৯। ইজারা গ্রহীতাকে মৎস্য সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০ মেনে চলতে হবে এবং মৎস্য চাষের ক্ষতি না করে পরিমিত পরিমাণ সেচ কার্যক্রম পরিচালনার সুযোগ থাকবে।

১০। ইজারা গ্রহীতা জলমহলের আয়তন হ্রাস/বৃদ্ধি বা শ্রেণি পরিবর্তন করতে পারবে না । কেউ যাতে অবৈধ অনুপ্রবেশ বা বেদখল করতে না পারে তা ইজারা গ্রহীতা নিশ্চিত করবেন।

১১। ইজারা গ্রহীতা কোন জলমহাল সাবলীজ অথবা অন্য কোন ব্যক্তি/গোষ্ঠীকে হস্তান্তর করতে পারবে না এবং অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি উক্তরূপ কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় বা প্রমাণিত হয় তবে ইজারা বাতিল করে জলমহাল পুনরায় ইজারা প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতা/সমিতি ০৩(তিন) বছরের মধ্যে পুনরায় কোন আবেদন করতে পারবে না।

১২। ইজারা গ্রহীতা জলমহাল সীমারেখা বজায় রাখবেন। জলমহাল পাড়ে কোন বৃক্ষ থাকলে তা কর্তন করতে পারবেন না। তিনি নিজ দায়িত্বে ইজারাকৃত জলমহালের সরকারি সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন।

১৩। কোন সমিতি ইতিপূর্বে লিজ নেয়া জলাশয়ের ইজারা মূল্য বকেয়া থাকলে আবেদন ফরম গ্রহণের সময় বকেয়া পরিশোধের চালান কপি এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক ইজারা মূল্য পরিশোধের প্রত্যয়ন পত্র জমা দিতে হবে। ইজারা মূল্য বকেয়া রেখে/ তথ্য গোপন করলে জলমহাল ইজারার অযোগ্য বিবেচিত হবে।

১৪। ইজারা গ্রহীতা উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ও ক্ষমতা প্রাপ্ত কর্মকর্তাকে যে কোন সময়ে জলমহাল পরিদর্শনের সুযোগ দিতে ও পরিদর্শন কাজে সহায়তা করতে বাধ্য থাকবেন।

১৫। বছরের যেকোন সময়েই ইজারা প্রদান করা হোক না কেন উক্ত ইজারা বছরের ০১ বৈশাখ হতে কার্যকর বলে গণ্য হবে। এ সময়ের মধ্যে যদি কোন খাস কালেকশন করা হয়, তা সরকারি খাতে জমা হবে। ৩০ চৈত্র ১৪৩৩ বাংলা তারিখের পর ইজারার মেয়াদ শেষ হবে। ইজারা মেয়াদ শেষে জলমহালের ওপর ইজারা গ্রহীতার কোন প্রকার দাবি/অধিকার/স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব ও দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৬। বর্ষা মৌসুমে যখন ইজারাকৃত জলাশয় সংলগ্ন প্লাবন ভূমির সাথে প্লাবিত হয়ে একক জলাশয়ে রূপ নেয়, তখন ইজারাদারের মৎস্য আহরণের অধিকার কেবল মাত্র ইজারাকৃত জলাশয়ের সীমানার ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে।

১৭। ইজারা গ্রহীতাকে জলমহাল সংক্রান্ত সময়ে সময়ে জারিকৃত সরকারি নির্দেশ মেনে চলতে হবে। সরকারিভাবে উন্নয়ন প্রকল্প গৃহীত হলে সেক্ষেত্রে ইজারা গ্রহীতাকে ইজারা প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে। অন্যথায় ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮। যে কোন আবেদন পত্র গ্রহণ বা বাতিল বা অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি সংরক্ষণ করে।

(মো: আশিক খান)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
সভাপতি
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
ধুনট, বগুড়া।
টেলিফোন : ০২৫৮৯৯১০১০১
unodhunat@mopa.gov.bd